সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রেস বিজ্ঞপ্তি

একদিকে, পাটনায় রাহুল গান্ধী দিদির পাশে বসে দাবি করছেন, একসঙ্গে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করবেন, অন্যদিকে, বাংলায় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীর গলায় শুভেন্দু অধিকারীর সুর শোনা যাচ্ছে, বললেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক শ্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

"সিপি(আই)এম-কংগ্রেস-বিজেপির মধ্যে গোপন বোঝাপড়া রয়েছে। যেখানে কংগ্রেস প্রার্থী দিয়েছে, বিজেপি ও সিপি(আই)এম প্রার্থী দেয়নি। একইভাবে, যেখানে সিপি(আই)এম প্রার্থী নির্বাচনের লড়াইয়ে দাঁড়িয়েছেন, সেখানে বিজেপি ও কংগ্রেস কাউকে দাঁড় করায়নি"

সুজাপুর (মালদা) ০২.০৭.২০২৩

- আমি সুজাপুরের মানুষের কাছে কৃতজ্ঞ। **২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে, মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দিয়েছেন এবং তাঁরা বিরোধীদের ফাঁদে পা দেননি। সুজাপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ১ লক্ষ ৩০ হাজারেরও বেশি ভোটে জয়লাভ করেছেন। এই এলাকার মানুষের জন্যই এমনটা সম্ভব হয়েছে**
- তৃণমূলে নব জোয়ার প্রচার কর্মসূচি চলাকালীন গত ২ মে শেষবার আমি মালদায় এসেছিলাম। এই জেলা থেকে মুর্শিদাবাদের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার আগে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, দু'মাসের মধ্যেই ফের মালদায় আসব। আজও আমি সেই একই প্রতিশ্রুতি করছি। দু'মাসের মধ্যে আমি আবারও মালদায় আসব
- **আমি মানুষকে বলব, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে সকলে মাথা উঁচু করে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দিন**
- ২০২১ সালের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করানোর জন্য, এই সুজাপুরের মাটি থেকেই আমি মালদার মানুষকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই অঞ্চলের ১২টি বিধানসভা আসনের মধ্যে আটটিতেই আমরা বিরাট ব্যবধানে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছি
- **আমরা দেখেছি, কীভাবে সিপি(আই)এম-কংগ্রেস-বিজেপির মধ্যে গোপন বোঝাপড়া হয়েছে। যেখানে কংগ্রেস প্রার্থী দিয়েছে, বিজেপি ও সিপি(আই)এম প্রার্থী দেয়নি। একইভাবে, যেখানে সিপি(আই)এমের প্রার্থী নির্বাচনের লড়াইয়ে দাঁড়িয়েছেন, সেখানে বিজেপি ও কংগ্রেস কাউকে দাঁড় করায়নি। এসবে অবশ্য তৃণমূল কংগ্রেসের কিছু যায় আসে না। ঠিক যেমন বিরোধীরা কী করলেন, তাতেও কিছু যাবে আসবে না। কারণ, মানুষের সমর্থন আমাদের প্রতি অটুট রয়েছে**
- আজ, আমি আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, মালদার উন্নয়ন তৃণমূল কংগ্রেসের দায়িত্ব। যত দিন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে রয়েছেন, কেউ বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে পারবে না। যাঁরা ভেবেছিলেন, জাতপাত ও ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরি করে ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি করবেন, তাঁরা ইতিমধ্যেই ভুল প্রমাণিত হয়েছেন
- এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমি মানুষকে বলতে চাই, কানে শুনে নয়, চোখে দেখে ভোট দিন। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে উত্তর মালদায় বিজেপি এবং দক্ষিণ মালদায় কংগ্রেস জয়লাভ করেছিল। চারবছর হয়ে গেল, আপনারা কি আপনাদের নির্বাচিত সাংসদদের তাঁদের এলাকায় দেখেছেন? মালদার মানুষের জন্য এই দুই সাংসদ কি কোনও কাজ করেছেন?
- একদিকে আমরা পেয়েছি বিজেপির খগেন মুর্মুকে এবং অন্যদিকে রয়েছেন কংগ্রেসের আবু হাসেম খান চৌধুরী। এঁরা মালদার জন্য কোনও কাজ করেননি। স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বার্থে এই সাংসদরা কি মালদায় একটি বৈঠকও করেছেন?
- **মালদার প্রত্যেকটি বাড়িতে যাতে নলবাহিত পানীয় জলের পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যায়, তা নিশ্চিত করতে গত ১১ বছরে বাংলার তৃণমূল সরকার ২,৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। গত ১১ বছরে মালদার উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত দফতর, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর এবং সেচ দফতর বিভিন্ন প্রকল্পে ৫,৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে**

- অন্যদিকে, এরই মধ্যে ১০০ দিনের কাজ এবং আবাস যোজনার আওতায় কেন্দ্রের মোদী সরকার বাংলার জন্য বরাদ্দ টাকা আটকে দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট তহবিলগুলির টাকা যাতে অবিলম্বে দিয়ে দেওয়া হয়, সেই আবেদন জানিয়ে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে একাধিক চিঠি পাঠিয়েছেন। কিন্তু, কোনও লাভ হয়নি
- **এমনকি, চলতি বছরের গোড়ায় আমি ২৫ জন সাংসদকে নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম যাতে বাংলার টাকা আটকে না রাখা হয়, কিন্তু তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করেননি।**
- আমরা অনেক সংযম দেখিয়েছি, এবার সেই দিন শেষ। আমাদের সামনে এখন দুটোই রাস্তা খোলা রয়েছে, হয় প্রধানমন্ত্রী মোদীর পায়ে ধরা, আর না হয় দিল্লিতে গিয়ে আমাদের অধিকার ছিনিয়ে আনা। আমরা পরের রাস্তাটাই বেছে নিয়েছি। 'দিল্লি চলো' ডাক দিয়েই আমরা এবার আমাদের প্রাপ্য ছিনিয়ে আনব।
- আমি গত দু'মাস ধরে রাস্তায় রয়েছি, গোটা বাংলার আনাচ কানাচে ঘুরেছি। আমাদের কর্মসূচি সুনিশ্চিত করেছে, যে মানুষ তাদের প্রার্থী নির্বাচন করুন, প্রার্থীরা জনগণের প্রার্থী হয়ে উঠুন। তাই এখন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের জেতানোর দায়িত্ব জনগণেরই, কারণ তাঁদের জয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করবে।
- **মালদায় ১২.৯ লক্ষ মানুষ একশো দিনের কাজের ওপর নির্ভরশীল। আমি তাঁদের বলব, ৫০ হাজার মানুষকে একত্রিত করে দিল্লি চলুন, আমরা আমাদের অধিকার ছিনিয়ে আনব। প্রধানমন্ত্রী মোদী হোন বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, যদি আমরা রাস্তায় নামি তাহলে কোনও নেতার ক্ষমতা নেই জনগণের শক্তিকে রোখার।**
- এই মঞ্চ থেকে আমি আপনাদের এই প্রতিশ্রুতিও দিয়ে গেলাম যে কোনও নির্দল প্রার্থীকে দলে ফেরানো হবে না।
- মালদা, মুর্শিদাবাদে কংগ্রেসকে নিয়ে যত কম বলা যায় ততই ভাল। পাটনায় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী দিদির পাশে বসে বলেন আমরা একসঙ্গে লড়াই করব, আবার বাংলায় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী শুভেন্দু অধিকারী ও সুকান্ত মজুমদারের ভাষাতেই কথা বলেন।
- **অধীররঞ্জন চৌধুরী বাংলায় বিজেপির সবচেয়ে বড় এজেন্ট। তিনি দিদির পুলিশের চেয়ে দাদার পুলিশে বেশি ভরসা রাখেন। অধীররঞ্জন চৌধুরীকে কি কখনও সাংবাদিকদের সামনে শুভেন্দু অধিকারী বা মহম্মদ সেলিমকে আক্রমণ করতে দেখেছেন? আপনারা কি কখনও সংবাদমাধ্যমের সামনে বিজেপিকে দেখেছেন অধীরকে আক্রমণ করতে? না, দেখেননি।**
- তৃণমূল কংগ্রেস কখনও বিজেপির সামনে মাথা নত করেনি, আর করবেও না। আমরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়ব। আমরা নিশ্চিত করব যতদিন বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস রয়েছে ততদিন যেন সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কোনও জায়গা না থাকে।
- যদি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম অমিত শাহ হয়, তাহলে ভুলে যাবেন না বাংলার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলায় আমরা কখনও এনআরসি হতে দেব না।
- চলতি বছরের শেষে পাঁচ রাজ্যে নির্বাচন রয়েছে – ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, মিজোরাম ও তেলেঙ্গানা। আমি আপনাদের বলছি, বিজেপি পাঁচ রাজ্যেই হারবে, আর তারপর ২০২৪ সালে কেন্দ্র থেকেও উৎখাত হয়ে যাবে।
- **পাটনায় যখন ১৬টি বিরোধী দল এক হয়েছিল, তখন প্রধানমন্ত্রী মোদীর পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছিল। আমাদের লড়াই সংবিধান রক্ষার লড়াই। প্রধানমন্ত্রী মোদী কখনও কি দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছেন? যদি তাই হত, তাহলে শুভেন্দু অধিকারী এখনও বিজেপিতে কী করছেন?**
- শুধু মালদা জেলাতেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৮ লক্ষ ৩৪ হাজার মহিলাকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিয়েছে। মালদার ৩৫ লাখ ১৭ হাজার পড়ুয়া ঐক্যশ্রী পেয়েছে, স্বাস্থ্য সাথীর সুবিধা পেয়েছেন জেলার ১০ লাখ ৭৭ হাজার মানুষ। শুধু তাই নয়, ৪১ লক্ষ ৪২ হাজার মালদাবাসী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিনামূল্যে রেশন প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন। আমরা যা প্রতিশ্রুতি দিই, তা পূরণ করি।

--